গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন
BANGLADESH KARATE FEDERATION

বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন
BANGLADESH KARATE FEDERATION
২৩৬, মওলানা ভাসানী ষ্টিডিয়াম, ঢাকা- ১০০০

গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়		পৃষ্ঠা নং
ধারা-১	শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি		১
	১.১	এই গঠনতন্ত্র	
	১.২	সংগঠনের নাম	
	১.৩	সংক্ষিপ্ত নাম	
	১.৪	প্রতিষ্ঠান	
	১.৫	দাপ্তরিক ভাষা	
	১.৬	ফেডারেশনের অর্থ	
	১.৭	আওতাভূক্ত সংগঠনের অর্থ	
	১.৮	সাধারণ পরিষদ অর্থ	
	১.৯	কার্যনির্বাহী পরিষদের অর্থ	
	১.১০	ফেডারেশনের সদস্যদের অর্থ	
ধারা-২	সদর দপ্তর		১
ধারা-৩	ফেডারেশনের লগো/মনোগ্রাম ও পতাকা		২
ধারা-৪	কার্যক্রম আওতা ও পরিধি		২
ধারা-৫	সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি		২
ধারা-৬	এফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ		৩
ধারা-৭	ক্লাব এফিলিয়েশন		৩
ধারা-৮	সাধারণ পরিষদ গঠন		৩-৪
ধারা-৯	সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা		৪
ধারা-১০	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা		৪
ধারা-১১	নির্বাহী পরিষদ গঠন		৫
ধারা-১২	কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ নির্বাচন		৫
ধারা-১৩	কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্য পরিধি		৫-৬
	১৩.১	সভাপতি	
	১৩.২	সহ-সভাপতি	
	১৩.৩	সাধারণ সম্পাদক	
	১৩.৪	যুগ্ম-সম্পাদক	
	১৩.৫	কোষাধ্যক্ষ	
	১৩.৬	সদস্যবৃন্দ	
ধারা-১৪	তহবিল পরিচালনা হিসাব এবং নিরীক্ষা		৬
ধারা-১৫	উপ-কমিটি		৭
ধারা-১৬	গঠনতন্ত্র সংশোধন		৭
ধারা-১৭	সদস্যপদ বাতিল		৭
ধারা-১৮	শাস্তিমূলক ব্যবস্থা		৭
ধারা-১৯	শূন্যপদ পুরণ		৭
ধারা-২০	সভা ও কোরাম		৭-৮
ধারা-২১	এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ায় পূর্বতন গঠনতন্ত্র বাতিল		৮

BANGLADESH KARATE FEDERATION BKF

ধারা-১ : শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি :

১.১ : **এই গঠনতন্ত্রকে :**

(বাংলায়): "বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন"(বিকেএফ) এর গঠনতন্ত্র বলা হবে।

(ইংরেজী) : BANGLADESH KARATE FEDERATION (BKF) এর গঠনতন্ত্র বলা হবে।

১.২ : **সংগঠনের নাম :**

এই ফেডারেশন বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন নামে পরিচিত হবে।

১.৩ : **সংক্ষিপ্ত নাম :**

বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে বি কে এফ (BKF)।

১.৪ : বি কে এফ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কারাতে কর্মকান্ডের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে।

১.৫ : **দাপ্তরিক ভাষা :**

বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ইংরাজী ব্যবহার করা হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

১.৬ : **ফেডারেশনের অর্থ :**

এই গঠনতন্ত্রে বর্নিত ও দাপ্তরিক কর্মকান্ডে ফেডারেশন বলতে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশকে বুঝাবে।

১.৭ : **আওতাভূক্ত (Affiliated) সংগঠনের অর্থ :**

আওতাভূক্ত সংগঠন বলতে সরাসরি বি কে এফ এর কারাতে ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে বৈধভাবে জড়িত গঠনতন্ত্রের ধারা-৬.১ এ উল্লেখিত সংস্থা, ক্লাব সমূহকে বুঝাবে।

১.৮ : **সাধারণ পরিষদ অর্থ :**

সাধারণ পরিষদ বলতে অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা-৮ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদকে বুঝাবে।

১.৯ : **কার্যনির্বাহী পরিষদের অর্থ :**

কার্যনির্বাহী পরিষদ বলতে ফেডারেশনের নির্বাহী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপারে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত কমিটি বুঝাবে।

১.১০ : **ফেডারেশন সদস্যদের অর্থ :**

ফেডারেশনের সদস্য বলতে কেবল মাত্র নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্যকে বুঝাবে।

ধারা-২ : সদর দপ্তর :

বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

(চলমান পাতা-২)

BANGLADESH KARATE FEDERATION BKF

ধারা-৩ : ফেডারেশনের লগো/মনোগ্রাম ও পতাকা :

লগো :

ফেডারেশনের লগো/মনোগ্রাম থাকবে। লগো/মনোগ্রামটি বর্গাকৃতি (Square) থাকবে। চতুরদিক রেখা দ্বারা আবৃত থাকবে যাহার ভিতরে সমান অংশ বিভক্ত থাকবে। ডান পার্শ্বের অংশ সবুজ রং ও ঐ অংশের উপরে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন ইংরেজীতে লেখা থাকবে বা BKF লিখা থাকবে। বাম অংশ সম্পূর্ন সাদা থাকবে, যার নীচে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন বাংলায় লেখা থাকবে বা BKF বাংলায় লিখা থাকবে। সমান মাঝখানে গোলাকৃতি লাল বৃত্ত থাকবে, বৃত্তের নীচে এক-তৃতীয়াংশ পরিমান জায়গা দাগ থাকবে। এর উপরের অংশে মুষ্টির সম্মুখ অংশের একটি স্পেচ থাকবে এবং নীচে BKF ইংরেজীতে লিখা থাকবে। মুষ্টি ও BKF রং হবে।

পতাকা :

অত্র ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা থাকিবে। পতাকার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত জাতীয় পতাকার ন্যায় হইবে। যাতে ফেডারেশনের লগো থাকিবে।

ধারা-৪ : কার্যক্রম আওতা ও পরিধি :

৪.১ : সমগ্র বাংলাদেশের কারাতে কার্যক্রম বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের আওতাভূক্ত থাকবে।

৪.২ : বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা/ক্লাব জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে না।

৪.৩ : কোন সংস্থা/ক্লাব যদি কোন কারাতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চায় তাহলে অবশ্যই উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতার পূর্বেই অত্র ফেডারেশনের অনুমোদন নিতে হবে।

৪.৪ : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিলপ্ত ঘোষিত কোন সংগঠন ক্রীড়া ফেডারেশন আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতাসহ কোন টুর্ণামেন্টে বা খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৪.৫ : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন ক্লাবসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্লাবসমূহে ফেডারেশন আয়োজিত খেলায় নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অর্থাৎ জেলা ক্রীড়া সংস্থার ছাড়পত্র সহকারে ফেডারেশন আয়োজিত খেলায় নাম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

ধারা-৫ : সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি :

৫.১ : এই ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড কারাতে ফেডারেশন (WKF) ও এশিয়া কারাতে ফেডারেশনর (AKF) কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুসরন করবে এবং প্রাপ্ত স্বীকৃতির সাথে সংগতি বজায় রাখবে।

৫.২ : এই ফেডারেশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতি গ্রহণ ও বজায় রাখবে।

৫.৩ : এই ফেডারেশন কারাতে খেলার সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রয়োজনে যে কোন ক্রীড়া সংস্থাকে আওতাভুক্ত করতে পারবে।

৫.৪ : এই গঠনতন্ত্রের ক্রীড়া/খেলা বলতে কারাতে এবং ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় বলতে কারাতে খেলোয়াড়/কারাতেকা বুঝাবে।

৫.৫ : এই গঠনতন্ত্রে সংগঠন বুঝাতে কারাতে কার্যক্রম পরিচালিত হয় এইরূপ সংগঠনকে বুঝাবে।

(চলমান পাতা-৩)

BANGLADESH KARATE FEDERATION BKF

৮.৭ : বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

৮.৮ : স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হবে।

৮.৯ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্য ব্যতীত জেলার অন্য কোন প্রতিনিধি ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।

৮.১০ : প্রতিটি ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার মধ্য হতে কমপক্ষে ২৩ (তেইশ) জন প্রতিনিধি থাকতে হবে।

৮.১১ : জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কোন প্রতিনিধি ২ (দুই) টির বেশী ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত হতে পারবেন না।

৮.১২ : কিশোর লীগ/স্কুল টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রতিনিধি ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না।

ধারা-৯ : সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা :

৯.১ : সাধারণ পরিষদের ৩ (তিন) ভাগের ২ (দুই) ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করা যাবে।

৯.২ : সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রির্পোট অনুমোদন করবে। সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের বিগত বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

ধারা-১ : সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা :

১০.১ : সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

১০.২ : কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা, সংস্থা/ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

১০.৩ : সাধারণ পরিষদের কার্যকাল ৪ (চার) বৎসর হবে ।

১০.৪ : **সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্যসূচী :**

ক) গঠনতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা ।

খ) নির্বাহী কমিটির নির্বাচন (নির্বাচনী বছরে)

গ) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন ।

ঘ) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত হিসাব অনুমোদন।

ঙ) সাধারণ পরিষদের পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

চ) প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয় আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)।

১০.৫ : আলোচ্যসূচীর যে কোন সিদ্ধান্ত (গঠনতন্ত্র ব্যতীত) সর্বসম্মনিতক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্টের মতামতের ভিত্তিতে করতে হবে।

(চলমান পাতা-৫)

ধারা-৬ : এফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ :

৬.১ নিম্নোক্ত সংগঠন/সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড থাকবে :

(ক) জেলা ক্রীড়া সংস্থা ।
(খ) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ।
(গ) বাংলা দেশ সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড ।
(ঘ) বাংলাদেশ নৌ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড ।
(ঙ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড ।
(চ) বাংলাদেশ রাইফেলস্ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড ।
(ছ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ ।
(জ) বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড ।
(ঝ) সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ।
(ঞ) সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ।
(ট) মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ।
(ঠ) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ।

ধারা-৭ : ক্লাব এফিলিয়েশন :

৭.১ : দেশের জেলা ও বিভাগের কারাতে প্রশিক্ষণ এবং কারাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কারাতে ক্লাব সমূহকে ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনের প্রেক্ষিতে এফিলিয়েশন দেয়া হবে। আবেদনের সাথে ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত এফিলিয়েশন ফি (ফেরতযোগ্য) প্রদানকৃত রশিদ সংযুক্ত করতে হবে।

৭.২ : ক্লাব সমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে ফেডারেশন কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ক্লাব এফিলিয়েশন প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৭.৩ : এফিলিয়েশন প্রাপ্ত ক্লাব সমূহ কে প্রতি বছর ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত নবায়ন ফি প্রদান করে এফিলিয়েশন নবায়ন করতে হবে। প্রতি বছর ক্লাব এফিলিয়েশন নবায়ন করা না হলে সেই ক্লাবের এফিলিয়েশন বাতিল বলে গন্য হবে এবং এফিলিয়েশন পুনঃ বহাল না হওয়া পর্যন্ত এফিলিয়েশন বাতিলকৃত ক্লাব কারাতে কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করতে পারবে না।

৭.৪ : এফিলিয়েশন প্রাপ্ত ক্লাব সমূহ শুধুমাত্র ক্লাব ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

ধারা-৮ : সাধারণ পরিষদ গঠন :

বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্ন বর্ণিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে :

৮.১ : ৬.১ বর্ণিত সংস্থা সমূহ হতে একজন প্রতিনিধি (ক হতে ঠ) পর্যন্ত।

৮.২ : বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি সাফ, এশিয়ান এবং আন্তর্জাতিক কারাতে ফেডারেশনের(WKF) নির্বাহী কমিটির সদস্য হলে তিনি তার মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৮.৩ : নির্বাচনের পূর্ববর্তী নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।

৮.৪ : অন্তর্ভুক্ত (Affiliated) সংগঠনসমূহ ফেডারেশন আয়োজিত যুব প্রতিযোগিতা/ জাতীয় প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য খেলা/টুর্ণামেন্টে বিগত ৪ (চার) বছরে অন্ততঃ ১ (এক) বার অংশগ্রহণ করলে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব পাবে।

৮.৫ : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের মধ্যে হতে মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৮.৬ : কারাতে খেলার জাজেস/রেফারী এসোসিয়েশন-এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

(চলমান পাতা-৪)

১৩.৩ : **সাধারণ সম্পাদক :**

: সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী হবেন। তিনি সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে বার্ষিক সধারণ সভা, বিশেষ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান ও সভার কার্যবিবরনী সংরক্ষন এবং সভার সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবেন। ফেডারেশনের পক্ষ হতে তিনিই চিঠিপত্র আদান প্রদান করবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের অন্যান্য উল্লেখিত অথবা ফেডারেশনের প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার যে কোন দায়িত্ব যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করতে পারবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং ব্যয় অনুমোদন করবেন।

১৩.৪ : **যুগ্ম-সম্পাদক :**

যুগ্ম-সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদককে তাঁর কার্যে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মৌখিক/লিখিতভাবে আরোপিত দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপিস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যুগ্ম-সম্পাদক সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩.৫ : **কোষাধ্যক্ষ :**

কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট রিপোর্টের বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন। তিনি যথারীতি রশিদ প্রদান পূর্বক সমস্ত প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমূদয় অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে জমা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

তিনি সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত বিল ও ভাউচার সমূহের টাকা সময়মত পরিশোধ করবেন। অনুমোদিত কার্যকলাপের জন্য তিনি অগ্রিম অর্থ প্রদান করতে পারবেন। তিনি হিসাব নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষন করবেন। তিনি ফেডারেশনের হিসাব ও অর্থ সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।

১৩.৬ : **সদস্যবৃন্দ :**

সদস্যবৃন্দ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। সভাপতি, সহ-সভাপতিদের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ধারা-১৪ :তহবিল পরিচালনা, হিসাব এবং নিরীক্ষা :

১৪.১ : সরকার ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্টপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হতে প্রাপ্ত চাঁদা/টাকা/টিকেট বা বিজ্ঞাপন লব্ধ হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং এফিলিয়েশন ফি হবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস। চ্যারিটি শো, ক্রীড়া (কারাতে) লটারী এর মাধ্যমে তহবিল গঠন করা যাবে।

১৪.২ : ফেডারেশনের সকল তহবিল ফেডারেশন অনুমোদিত তফশীল ব্যাংকে রাখা হবে। ব্যাংকের হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে । এ ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৪.৩ : ফেডারেশনের দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ অফিসের ক্যাশে রাখা যাবে। তবে জাতীয় প্রতিযোগিতা, জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবির, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বা বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে টাকার পরিমান বেশী হতে পারে।

১৪.৪ : ঐ ধরনের অনুষ্ঠান শেষে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় খরচকৃত অর্থের হিসাব অনুমোদন করাতে হবে।

১৪.৫ : ফেডারেশন/সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক ফেডারেশনের আয়-ব্যয় (প্রতি অর্থ বৎসর শেষে) নিরীক্ষা করে কার্যনির্বাহী নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

১৪.৬ : কারাতে ফেডারেশনের অর্থ বৎসর ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত গন্য করা হবে।

(চলমান পাতা-৭)

BANGLADESH KARATE

ধারা-১১ : নির্বাহী পরিষদ গঠন :

১১.১ : বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে :

সভাপতি	:	০১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
সহ-সভাপতি	:	০৪ জন (নির্বাচিত)
সাধারণ সম্পাদক	:	০১ জন (নির্বাচিত)
যুগ্ম-সম্পাদক	:	০২ জন (নির্বাচিত)
কোষাধ্যক্ষ	:	০১ জন (নির্বাচিত)
সদস্য	:	১৬ জন (নির্বাচিত)
সদস্য	:	০২ জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
মোট		২৭ জন

১১.২ : কার্য নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৪(চার) বৎসর।

১১.৩ : নব নির্বাচিত কমিটির নিকট নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী পরিষদ সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। অন্যথায় ১৬ (ষোল) তম দিন থেকে নির্বাচিত কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে বলে গণ্য হবে।

ধারা-১২: কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ নির্বাচন :

১২.১ : প্রতি ৪ বৎসর অন্তর (কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে) সাধারণ পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক এবং সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা, ভোট প্রাপ্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

১২.২ : একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১২.৩ : কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে সে পদে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১২.৪ : নির্বাচন সিডিউল ঘোষিত হওয়ার অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

১২.৫ : নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

১২.৬ : নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে এবং যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.৭ : নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

১২.৮ : এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যে বিধান থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভা ব্যতিরেকেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে।

ধারা-১৩ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্য পরিধি :

১৩.১ : **সভাপতি :**

সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, বিশেষ সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি উপ-কমিটির যে কোন সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন। কোন বিতর্কিত বিষয়ে সমতা দেখা দিলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন। তিনি জরুরী বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে তা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে নির্বাচিত জ্যেষ্ঠতম সহ-সভাপতিকে দায়িত্ব প্রদান করবেন।

১৩.২ : **সহ-সভাপতি :**

সভাপতির অনুপস্থিতিতে, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন ও সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভাপতিকে তার সকল প্রকার কর্মকান্ডে সাহায্য-সহযোগীতা করবেন।

(চলমান পাতা-৬)

BKF

ধারা-১৫ : উপ-কমিটি :

১৫.১ : বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেনের যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি ও প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলাদা উপ-কমিটি গঠন, তাদের কার্যপরিধি নির্ধারন এবং প্রয়োজনীয় বিধানাবলী প্রণয়ন করে দিবে। কোন উপ-কমিটি ফল প্রসু বিবেচিত না হলে সে ক্ষেত্রে তা পূর্ণ গঠন করা যাবে। প্রয়োজনে বাহির হতে অন্য লোককেও উপ-কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।

১৫.২ : **ফেডারেশন বিধি ও উপ-বিধি :**

প্রয়োজনবোধে ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড কারাতে ফেডারেশন (WKF) ও এশিয়া কারাতে ফেডারেশন (AKF) এর নিয়ম ছাড়াও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন করতে পারবে যা ফেডারেশন বিধি, উপ-বিধি বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১৬ : গঠনতন্ত্র সংশোধন :

১৬.১ : সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়য়াংশের ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে।

১৬.২ : সংশোধনী প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে প্রেরন করতে হবে। পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হলে তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব অন্তত: পক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে কাউন্সিলরদের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

ধারা-১৭ : সদস্যপদ বাতিল :

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পূর্ব যোগাযোগ বা অনুমতি ব্যতীত যদি পর পর তিনটি কার্যকরী সভায় অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সম্মতিতে তার সদস্যপদ বাতিল এবং তার স্থলে নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কো-অপ্ট) করা যাবে। তবে তৃতীয় সভায় অনুপিস্থিতির সাথে সাথে সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবহিত করবেন।

ধারা-১৮ : শাস্থিমূলক ব্যবস্থা :

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য যদি ফেডাশনের স্বার্থ বিরোধী বা রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে বা গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে, কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনক্রমে ফেডারেশনের নিয়মানুযায়ী তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-১৯ : শূন্যপদ পূরণ :

কোন কারনে কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শুন্য হলে, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে সে পদ পূরন করা যাবে।

ধারা-২০ : সভা ও কোরাম :

২০.১ ক) ন্যুনতম পক্ষে প্রতি ৪ (চার) মাস অন্তর কার্যকরী পরিষদের সভা একবার অনুষ্ঠিত হবে।

খ) কার্যকরী পরিষদের সভার নোটিশ কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে জারী করতে হবে।

গ) মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিকে সভার কোরাম ধরা হবে।

(চলমান পাতা-৮)

২০.২ **জরুরী সভা :**

ক) জরুরী সভার ক্ষেত্রে ন্যুনতম পক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশ প্রদান করতে হবে।

খ) যে কোন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে জরুরী সভা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। জরুরী সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

ধারা-২১ : এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ায় পূর্ববর্তী গঠনতন্ত্র বাতিলঃ

২১.১ : এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

২১.২ : অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না।